চরমোনাই পীরকাহিনী

২৩ দিনে আয় ২ কোটি টাকা!

সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিবেদন

চরমোনাইর পীর সৈয়দ ফজলুল করিম দৈনিক প্রায় ৯ লাখ টাকা আয় করেন। এছাড়া শুধু দ্বীনি মাহফিল থেকে বছরে অন্তত ৮ কোটি টাকা আয় করেন। এগুলো সাপ্তাহিক ২০০০-য়ের কোনো হিসেব নয়। পীর সাহেবের দেয়া হিসেবের ভিত্তিতেই এ তথ্যগুলো জানা গেছে। তবে কোটি কোটি টাকা উপার্জনকারী পীর সাহেব কি পরিমাণ আয়কর দেন বা আদৌ আয়কর দেন কিনা সে বিষয়ে কোনো তথ্য দেননি।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২৭ জানুয়ারি ২০০৬ সংখ্যায় (বর্ষ ৮, সংখ্যা ৩৮) 'চরমোনাই পীরকাহিনী' নামে সৈয়দ ফজলুল করিমকে নিয়ে প্রচ্ছদ কাহিনী করা হয়। ঐ সংখ্যায় পীর সাহেবের বিভিন্ন কর্মকান্ড তুলে ধরার পাশাপাশি পীর সাহেবের একটি সাক্ষাৎকারও গ্রহণ করা হয়। প্রতিবেদনে ২০০০-এর প্রতিবেদক নিজস্ব কোনো মন্তব্য করেননি বা তথ্য পরিবেশন করেননি। বরং পীর সাহেবের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পর্কে তারই ভক্ত-মুরিদান ও তার পরিজনরা যেসব মন্তব্য করেছেন এবং তথ্য দিয়েছেন প্রতিবেদনে সেগুলোই পরিবেশন করা হয়েছে। প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর পীর সাহেব ক্ষিপ্ত হয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর সম্পাদক, প্রকাশক ও প্রতিবেদকের বিরুদ্ধে লিগ্যাল নোটিশ পাঠিয়েছেন। সেই লিগ্যাল নোটিশে প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন এবং ক্ষতিপূরণ না দিলে মামলা করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন।

পীর সাহেবের আইনজীবী মোহাম্মদ লিটন চৌধুরী স্বাক্ষরিত নোটিশে বলা হয়েছে যে সাপ্তাহিক ২০০০-য়ে প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে পীর সাহেবের ২ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে যে প্রতিবেদন প্রকাশের পর থেকে পীর সাহেবের মাদ্রাসার জন্য মুরিদরা আগের মতো আর্থিক সহযোগিতা

el 8, 38 msL¨vq Pi‡gvbvB cxi‡K wb‡q c"Q`

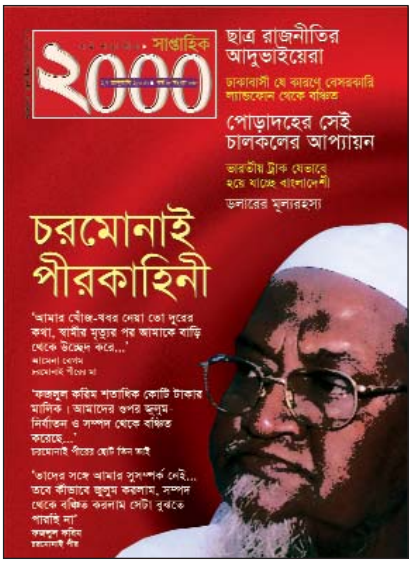

দিচ্ছে না বলেই এই ক্ষতি হয়েছে। পীর সাহেবকে নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিবেদন প্রকাশ করে ২৭ জানুয়ারি। এর জবাবে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০-কে লিগ্যাল নোটিশ পাঠান ১৯ ফেব্রুয়ারি। ধরে নেয়া যেতে পারে এই ২৩ দিনেই তার ২ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। তার মানে প্রতিবেদন প্রকাশ না পেলে তিনি এ সময়কালে অন্তত ২ কোটি টাকা আয় করতেন। সে হিসেবে দৈনিক আয় ৯ লাখ টাকা হওয়া কথা। ২৩ দিনে ২ কোটি টাকা আয়কে ধরে হিসাব করলেও দেখা যায় বছরে তার আয় ৩১ কোটি ৭৩ লাখ টাকা ছাড়িয়ে যায়।

লিগ্যাল নোটিশের ৪ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে 'তিনি প্রতিদিন দ্বীনি মাহফিলে যোগদান করে বছরে প্রায় ৮ কোটি টাকা আয় করেন...।' পীর সাহেবের মুরিদি ব্যবসা যে জমজমাট, এ কথা তিনি অস্বীকার করেন। তার মতে এগুলো মিথ্যা, ও ভিত্তিহীন তথ্য। অথচ তিনি নিজেই তার লিগ্যাল নোটিশের ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে স্বীকার করেছেন যে সারা দেশে প্রায় ৩০০ দ্বীনি প্রতিষ্ঠান তিনি একাই পরিচালনা করেন এবং সারা দেশে তার লাখ লাখ মুরিদান রয়েছে। ভক্তদের টাকা-পয়সা দিয়েই তার সমস্ত কাজকর্ম পরিচালিত হয় এ কথা স্বীকার করলে সাপ্তাহিক ২০০০-য়ের প্রতিবেদনে পরিবেশিত তথ্য মিথ্যা হয় কী করে? আর শুধু ওয়াজ-মাহফিল বা দ্বীনি বয়ান করে বছরে ৮ কোটি টাকা আয় করলে জমজমাট ব্যবসা না বলে উপায় কী!

এই ৮ কোটি টাকা এবং আগের প্রায় ৩২ কোটি টাকা মিলিয়ে মোট ৪০ কোটি টাকা বছরের আয় করেন পীর সাহেব!

পীর সাহেব শুধু মামলা করা হুমকি দিয়েই

পীরের স্ববিরোধী বক্তব্য

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি চরমোনাই বার্ষিক ওয়াজ মাহফিলে পীর সাহেব তার বয়ানের এক পর্যায়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'পত্রিকাতে কুৎসা রটাইয়া তারা কি মুরীদ কমাইতে পারছে। আমার তো মনে হয় অন্যবারের তুলনায় এবারের মাহফিলে মানুষ আরো বেশি আসছে। তাদের ঐ মিথ্যাচার অনেকে বিশ্বাসই করেনি।' এ মাহফিলে এবার ২১ লক্ষাধিক মুসল্লী অংশগ্রহণ করেছে বলে পীরের লোকজন দাবি করেছে।

২.

পীর সাহেব প্রদত্ত উপরোক্ত বক্তব্যের ঠিক বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায় সাপ্তাহিক ২০০০কে প্রেরিত লিগ্যাল নোটিশে। ঐ নোটিশের ৭ নম্বর অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রিপোর্টের কারণে, '(পীর সাহেব) সামাজিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হইয়াছে এবং অন্যদিকে নতুন করে মুরিদান বৃদ্ধি পাইতেছে না। উপর্যপুরি মুরীদানগণের মনে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হওয়ায় মুরিদানগণ হুজুরের দ্বীনি মাদ্রাসাসমূহের অধ্যায়নরত এতিম, মিসকিন, গরিব, অসহায় ছাত্রদের পূর্বের ন্যায় অর্থনৈতিক সাহায্য সহযোগিতা করিতেছে না। যাহার কারণে আমার ১নং মোয়াক্কেলের (পীর সাহেব) পরিচালিত মাদ্রাসাসমূহের আয় হ্রাস পাইয়াছে।' লিগ্যাল নোটিশে জানালেন তার মুরিদ বৃদ্ধি পাচ্ছে না ফলে তিনি আর্থিক ও মাসনিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। আবার মাহফিলে বয়ানে বলেছেন রিপোর্টের কারণেই বরং তার মুরিদ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই পীরের দুই জায়গায় দুই বক্তব্য কেন? স্ববিরোধী বক্তব্য দিয়ে তিনি কি সহজ সরল মুরিদদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন না?

ক্ষান্ত থাকেননি বরং তার ছেলে সৈয়দ মোঃ মোসাদ্দেক বিল্লাহকে দিয়ে গত ৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার ঢাকার সিএমএম আদালতে মামলা দায়ের করেন। আদালতে বলা হয় যে অসুস্থতার কারণে নিজে গিয়ে মামলা দায়ের করতে পারেননি। কিন্তু আদালত এ অজুহাত গ্রহণ করেননি। বরং শুনানির পর বিজ্ঞ বিচারক আব্দুল্লাহ বাকী বলেন, ‘মানহানির মামলা তিনিই করার অধিকারী যার মানহানি হয়েছে।’ বিচারক অভিযোগও খারিজ করে দেন।

২০০০-এর প্রতিবেদনে নোয়াখালী টাওয়ারে পীরের ১০ অফিসের নামফলকসহ ছবি ছাপানো হয়েছে। অথচ লিগ্যাল নোটিশে এ তথ্যকেও অস্বীকার করা হয়েছে।

‘আমার খোঁজ-খবর নেয়া তো দূরের কথা। স্বামীর মৃত্যুর পর আমাকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে’ এই মন্তব্য চরমোনাই পীরসাহেবের বাবা পীর মাওলানা এছহাকের দ্বিতীয় স্ত্রীর। ‘ফজলুল করিম শতাধিক কোটি টাকার মালিক। আমাদের ওপর জুলুম, নির্যাতন ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেছে...’ এ অভিযোগ পীর সাহেবের ছোট তিন ভাই সাইয়েদ ফিরদাউস বিন এছহাক, সাইয়েদ কাওছার বিন এছহাক ও সাইয়েদ রিদওয়ান বিন এছহাকের। পীর সাহেবের বিরুদ্ধে তাদের এরকম আরো অনেক গুরুতর অভিযোগ আছে। লিগ্যাল নোটিশে এগুলোকেও মিথ্যা দাবি করা হয়েছে। এবং তাদেরকে লিগ্যাল নোটিশ দেয়া হয়েছে।

পশ্চিম রামপুরার উলন রোড কাঁচাবাজার থেকে এক কিলোমিটার দূরে সৈয়দ ফজলুল করিমের ৫তলা দুটো বাড়ির যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তাও সঠিক। সেখানে গিয়ে জানা যায়, বাড়ি দুটির একটিতে পীর সাহেবের ছেলে আবুল খায়ের ‘জাতীয় মহিলা মাদ্রাসা’ নামে একটি মাদ্রাসা পরিচালনা করেন। ওই মাদ্রাসার শিক্ষক নূরুল আলম সাপ্তাহিক ২০০০-কে জানিয়েছেন, পীর সাহেব বা বাইরের কারো দান-অনুদানে নয়, বরং ছাত্রীদের নিজের টাকায়ই পরিচালিত হয়। এছাড়া অন্য বাড়িটিতে থাকেন পীর সাহেবের আরেক ছেলে মোস্তাক বিল্লাহ।

২৪৯ ডিআইটি রোড রামপুরা ঢাকা ঠিকানায় মেইন রোডের পাশেই রামপুরা সুপার মার্কেট। এ মার্কেটের একটি অংশের মালিক হাজি আবু সাঈদ এবং অপর অংশের মালিক সৈয়দ ফজলুল করিম। মার্কেটে গিয়ে দোকানিদের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায়, পীরের মালিকানাধীন অংশের ম্যানেজার দেলোয়ার পীরের পক্ষ থেকে মার্কেটে দেখাশোনা করেন। এ মার্কেটের তৃতীয় তলায় পীরের ছেলে সৈয়দ জিয়াউল করিমের ‘সৈয়দ ট্রাভেল এন্ড ট্যুরস’ অফিসও রয়েছে।

‘মদিনা শপিং কমপ্লেক্সে’-এর মালিক আলহাজ আব্দুর রাজ্জাক (আরজান) চরমোনাই পীরের একান্ত কাছের দু-একজন লোকের একজন। ভক্ত-মুরিদানদের প্রভাবিত করে তাকে অনেক ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধা দেন। এ জন্য অনেকেই পীর সাহেবের সম্পদ আর রাজ্জাক সাহেবের সম্পত্তিতে ধাঁধায় পড়ে যান। শপিং কমপ্লেক্সে পীরের ৩০% শেয়ার থাকার তথ্যটি ভুলবশত ছাপা হয়েছে শুধু ছবির ক্যাপশনে, মূল প্রতিবেদনে নয়।

চরমোনাইর মাহফিলে রাজনৈতিক আলোচনা

শরীফ খিয়াম, *e¨ikvj †_‡K*

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে চরমোনাই বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল। দরবারের পীর, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন ও বাংলাদেশ মুজাহিদ কমিটির প্রতিষ্ঠাতা আমীর মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ ফজলুল করিমের উদ্বোধনী বয়ানের মধ্য দিয়ে এ মাহফিল শুরু হয়। উদ্বোধনী বয়ানে পীর সাহেব সাপ্তাহিক ২০০০-এ তার সম্পর্কে প্রকাশিত প্রতিবেদনটি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে তার সৎ ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে তার নামে মিথ্যা অববাদ ও ভুল তথ্য দিয়ে ঐ পত্রিকায় (সাপ্তাহিক ২০০০-এ) এসব লিখিয়েছে। ‘কিন্তু তাতে আমার কী ক্ষতি হয়েছে? তারা আমার কিইবা করতে পারছে। মহানবী (স.) এর বিরোধীরাও তার নামে কুৎসা রটনাইতো। তবে এতে কখনো তার ক্ষতি হয়নি। বরং লড়াই হইছে। কুৎসা শুইনা নবীজিরে অনেকে কৌতূহল নিয়া দেখতে আইসা খুশি হইয়া যাইতো তার ব্যবহারে। আমার বেলায়ও তেমন।’

তিনি আরো বলেন, ‘পত্রিকাতে কুৎসা রটাইয়া তারা কি মুরীদ কমাইতে পারছে। আমার তো মনে হয় অন্যবারের তুলনায় এবারের মাহফিলে মানুষ আরো বেশি আসছে। তাদের ঐ মিথ্যাচার অনেকে বিশ্বাসই করেনি।’ এই মাহফিলে এবার ২১ লক্ষাধিক মুসল্লী অংশগ্রহণ করেছে বলে পীরের লোকজনদের দাবি।

পীর ফজলুল করিম আরো বলেন, ঐ পত্রিকায় তারা (পীরের সৎ ভাইয়েরা) যেসব অভিযোগ তুলছে তা তারা কখনোই প্রমাণ করতে পারবে না। যদি তারা কখনো প্রমাণ করতে পারে তবে তাদের দাবি মোতাবেক ভাগ বন্টন করা হবে।

এদিকে, মাহফিলের প্রথম দুই দিনে শরিয়ত বা মারফত নিয়ে আলোচনার বদলে রাজনৈতিক আলোচনাই হয়েছে বেশি। সৈয়দ ফজলুল করিমসহ প্রায় প্রত্যেকের বয়ানই ছিল রাজনৈতিক বক্তব্যে ভরপুর। প্রথমদিনের বয়ানে চরমোনাই পীর জোট সরকারের কঠোর সমালোচনা পাশাপাশি এ দেশের কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে অমুসলিম ঘোষণার দাবি জানান।

মাহফিলের দ্বিতীয় দিন জাসদ (এর) এর সভাপতি সাবেক মন্ত্রী আসম আব্দুর রব ও দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক জামায়াতুল মোদারেসীনের যুগ্ম মহাসচিব মাও. রুহুল আমিনের চরমোনাই আগমন জাতীয় রাজনীতিতে নয়া মেরুকরণের ইঙ্গিত বলে অনেকে মনে করছেন। এ দু’জন এদিন মাহফিলে অতিথি বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন।

দ্বিতীয় দিন বয়ান প্রদানকালে চরমোনাই পীর এ দেশের সকল সমস্যার প্রধান কারণ হিসেবে সৎ, যোগ্য ও খোদাভীরু নেতৃত্বের অভাবকে দায়ী করেন। এছাড়া তিনি দেশের প্রধান দুই রাজনৈতিক দল (আওয়ামী লীগ ও বিএনপি) সম্পর্কে বলেন, ক্ষমতায় গিয়ে এ দু’দলের নেতা-কর্মীরাই সন্ত্রাস দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থের পাহাড় গড়েছেন। এ কারণেই এ দুই দল দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করতে পারছে না।

অতিথি বক্তা আসম আব্দুর রব এদিন মাহফিলে বলেন, চরমোনাই পীর সাহেবের মতো ভালো মানুষ ও সুফী সাধকদের কোনো স্বীকৃতি নেই এ দেশে। কোনো মিডিয়ায় তেমন কভারেজও নেই তাদের। এ নেতা মাহফিলে আরো বলেন, ইসলামী বিধান ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠাই এ ধর্মের মূল বাণী।

এই বার্ষিক মাহফিলের মাধ্যমে রাজনৈতিক ফায়েদা লোটার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ফায়েদা লুটতে ব্যস্ত চরমোনাই পীর পরিবার। মাহফিলে যোগদানকারী লাখ লাখ মুরীদের নজরানা এখন পীরের দরবারে। আর্থিক নজরানা ছাড়াও রয়েছে গরু, ছাগল থেকে শুরু করে চাল, তরকারি পর্যন্ত। স্থানীয় সূত্র জানায়, এ পীর পরিবার বার্ষিক মাহফিলে কয়েক কোটি টাকার সম্পদ অর্জন করে শুধুমাত্র এই নজরানা বাবদ।